সংবাদ

19 MAR 2013

তারিখ 19 MAR 2013

কলাম

# জাবির রফিক-জব্বার হল থেকে অস্ত্রসহ ৩ ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেফতার

## গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে ভাঙচুর

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশি অস্ত্রসহ তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে আশুলিয়া থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ছাত্রলীগ। রোববার রাতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে এ তল্লাশি চালানো হয়।

জানা যায়, রোববার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ রফিক-জব্বার হলের ছাত্রলীগের কর্মী ৪০তম ব্যাচের আইআইটি বিভাগের লিটন ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের জোহান মদ খেয়ে মাতলামি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে বাস থামানোর চেষ্টা করে। এ সময় ভাসানী হলের ৪১তম ব্যাচের লোক প্রশাসন বিভাগের সোহাগ ও আসাদ বিষয়টি জানতে চাইলে তাদের মধ্যে কথাকাটি হয়। এক পর্যায়ে লিটন ও জোহান তাদের মারধর

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

## ছাত্রলীগ : কর্মী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করে। এরপর লিটন ও জোহান রাত সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় খাবার খেতে এলে ভাসানী হলের ৪১তম ব্যাচের ইতিহাস বিভাগের সঞ্জয়, আইন বিভাগের সেলিম, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের মেহেদী, নৃবিজ্ঞান বিভাগের রাজন, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের রোকনের নেতৃত্বে ৭-৮ জন ছাত্রলীগ কর্মী লোহার রড ও পাইপ দিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনার জেরে শহীদ রফিক জব্বার হল ও মওলানা ভাসানী হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা লোহার রড, পাইপ, রামদা ও লাঠিসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় শাওন (ভূগোল, ৩৮), নওশাদ আলম অনিক (নৃবিজ্ঞান, ৪০), ৪১তম ব্যাচের বায়েজিদ (পদার্থবিজ্ঞান), সোহাগ ও মুহিত (লোকপ্রশাসন), ইউনুস (ইতিহাস), ৪২তম ব্যাচের ইকবাল ওসামি (বায়ো-কেমিস্ট্রি) চপল(লোকপ্রশাসন) আহত হয়।

এদিকে গতকাল ভোরে শহীদ রফিক জব্বার ও মওলানা ভাসানী হলে পুলিশ তল্লাশি চালায়। এ সময় শহীদ রফিক-জব্বার হল থেকে হিসাববিজ্ঞান বিভাগ ৪০তম ব্যাচের আবদুল মাজেদ সীমান্ত নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে রামদাসহ আটক করা হয়। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী হল থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ-৩৮তম ব্যাচের বোরহানউদ্দিন ইমন ও ইংরেজি বিভাগ ৩৮তম ব্যাচের মোর্শেদুর রহমান নামের আরও দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে ৬টি গুলি ও একটি থ্রি নট থ্রি পিস্তলসহ আটক করা হয়। তল্লাশিকালে উভয় হল থেকে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পরে আশুলিয়া থানা পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্রআইনে মামলা করে তাদের গ্রেফতার দেখান। আজ তাদের কোর্টে হাজির করার কথা রয়েছে।

এদিকে আটককৃতদের মুক্তির দাবিতে গতকাল বিকেল পৌনে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয় ছাত্রলীগের কর্মীরা। এ সময় তারা উপাচার্যকে রাজাকার বলে স্লোগান দিয়ে প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। তাদের হামলায় প্রশাসনিক ভবনের নিচতলার প্রায় সবগুলো জানালার কাচ ভেঙে যায়। পরে ছাত্রলীগের কর্মীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে পুনরায় জড়ো হলে ছাত্রলীগের নেতারা তাদের শান্ত করে।

অন্যদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি ডিসিপ্লিনারি সভায় গ্রেফতারকৃত ৩ জনকে অস্থায়ীভাবে বহিষ্কার এবং রোববারের ঘটনায় একটি মামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন আটককৃতদের ছাত্রলীগের কেউ নয় বলে দাবি করেন। তার মতে তারা ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারী।

তবে ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও গ্রেফতারকৃতরা নিজেদেও ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী বলে দাবি করেন।

যেখানে আটককৃতরা ও ছাত্রলীগের সভাপতি তাদের ছাত্রলীগের কর্মী বলে দাবি করেছেন সেখানে উপাচার্য কীভাবে তাদের ছাত্রলীগ নয় বলে মন্তব্য করেন এ নিয়ে চলছে ক্যাম্পাসবাসীর মধ্যে ব্যাপক গুঞ্জন।

ক্যাম্পাসে প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারক-বাহক অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসাইন ও রায়হান রাইন উপাচার্যের এই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তাকে সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক বলে মন্তব্য করেন। তাদের মতে উপাচার্য তার একটা নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনী গঠনের জন্য সম্প্রতি ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে সন্ত্রাসীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।

এদিকে গত দু'দিনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদ।

অন্যদিকে ছাত্রলীগ তাদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রেফতারকৃতদের তাদের সক্রিয় কর্মী দাবি করে অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি সাজানো বলে মন্তব্য করে তাদের মুক্তি দাবি করে।